২০৪

ভোরের কাগজ

তারিখ JUL 22 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

'থার্ড ক্লাস' প্রসঙ্গে

একাত্তর সালে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অন্যায় শোষণের প্রতিবাদে, চাকরি ক্ষেত্রে অসমতার প্রেক্ষাপটে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। অথচ চাকরিতে যে বৈষম্য '৭১-এর পূর্বে ছিল তা এখন আবার পরিস্ফুট হতে চলছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তৃতীয় বিভাগ বলতে একটি ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় এটি সর্বনিম্ন যোগ্যতা। দুভাবে একজন ছাত্র তৃতীয় বিভাগ পেতে পারে। হয়, সে মেধাহীন হলে অন্যথায় সে কোনো দুর্ভাগ্যের শিকার হলে অথচ দেশের বিভিন্ন চাকরি ব্যবস্থায়, একচেটিয়াভাবে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্তদের অযোগ্য বিবেচনা করা হচ্ছে। যেমন- এখন যেকোনো ব্যাংক বা কোনো সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম অফিসার পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী রাখা হচ্ছে। এটি যেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ নিয়োগ দানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ জানেন না, দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণী থাকলেই একজন ছাত্র প্রকৃত মেধাবী হন না যে, সে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীপ্রাপ্তদের সুযোগই দেওয়া হয় না। অথচ আমার জানা মতে, এমনও তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্র) এদের অধিকাংশই দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত) আছেন যারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনার্স, মাস্টার্সের প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তদের চেয়েও বহুগুণ মেধাবী, যেমন— ইংরেজি সাহিত্যের প্রসঙ্গ ধরা যাক। ইংরেজি সাহিত্যে সচরাচর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই ভর্তি হয়। উপরন্তু এরা হয় ভবিষ্যৎ গঠনে উচ্চাভিলাষী ও সাহসী। বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষার জন্য সাহসেরও প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্যের মূল্যায়নের যাঁতাকলে পড়ে পরিশ্রম করেও অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে অনার্স বা মাস্টার্সে তৃতীয় শ্রেণী পেতে হয়। অথচ সমমানের ছাত্রছাত্রী হয়তো অন্য বিষয়ে একই পরিশ্রম করলে প্রথম শ্রেণীও পেতে পারতো। আমি নিজেও এই বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছি। বলাবাহুল্য, আমি এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলাম। আমার অনেক সহপাঠীও এসএসসি ও এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে দুদুটো প্রথম বিভাগ নিয়ে ইংরেজিতে অনার্স করেছিল। আমি দ্বিতীয় শ্রেণী পেলেও আমার চেয়েও মেধাবী অনেক সহপাঠী দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে যায়। এদের অনেকে মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী পায়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে একটি তৃতীয় শ্রেণীর তথাকথিত কলঙ্ক থাকাতে তারা আজ বিভিন্ন ব্যাংকে, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভালো পদে, এমনকি পরীক্ষায় অংশগ্রহণেরও সুযোগ পাচ্ছে না।

আমরা সকলেই বিভিন্ন অযৌক্তিক বিষয় নিয়ে আন্দোলন করি, হরতাল করি, বিতর্ক করি, সমালোচনায় লিপ্ত হই। সংসদকে অযৌক্তিক ঘটনার অপ্রীতিকর স্থানে পরিণত করি। অথচ জাতি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমার মতে, অন্যতম এ সমস্যাটি নিয়ে কেউ বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন মনে হচ্ছে। আমি বাস্তবতার কথা বলছি। আমি সত্যিকার মেধাবীদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র তৈরির ব্যাপারে বলছি। আমার মতে যদি তৃতীয় শ্রেণী অগ্রহণযোগ্যই হয় তবে শিক্ষাব্যবস্থায় এ সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে লাভ কি? একে অবলুপ্ত করলেইতো হয়, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থাকবে, এর পরে ফেল নামক বিষয়টি আসবে। অথবা পরীক্ষা পদ্ধতিতে এ,বি,সি ইত্যাদি গ্রেড ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। আমি প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তদের হেয় করছি না বা তাদের যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছি না। যেকোনো পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তরা অবশ্যই মেধাবী। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোনো পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্ত কেউ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অনার্স বা মাস্টার্সে তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে যায় তবে কি সেই একই ছাত্র মেধাহীনে পরিণত হয়? এ ব্যাপারে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাজিমউদ্দীন
চট্টগ্রাম